শীতে করোনা পরিস্থিতি আরো খারাপ হতে পারে-প্রধানমন্ত্রী

আসছে শীতে করোনা ভাইরাসের প্রকোপ যদি আবার বাড়ে, তা মোকাবিলায় এখন থেকেই সবাইকে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ‘করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সবাই আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করছে। সেজন্য হয়তো আমরা এটা মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়েছি। তবে সামনে শীত, আরেকটু খারাপের দিকে যেতে পারে। তবু আমাদের এখন থেকে প্রস্তুত থাকতে হবে। আমাদের এই মুহূর্ত থেকেই তা মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে।’

গতকাল রবিবার প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ ফান্ডে দেওয়া ৩৪টি বাণিজ্যিক ব্যাংকসহ বিভিন্ন সংগঠনের অনুদান গ্রহণকালে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। গণভবন থেকে এক ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে তার মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে (পিএমও) এই অনুদানের চেক গ্রহণ করেন।

এই অনুদান সাধারণ মানুষের কাজে লাগবে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের বলেন, ‘এটা ঠিক যে এই করোনা ভাইরাসের কারণেই (সরাসরি উপস্থিত থেকে) দেখা হচ্ছে না। তবু বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আপনারা যে কষ্ট করে এসেছেন আমার অফিসে, সেজন্য আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। সবাই সুস্থ থাকুক এটাই আমরা চাই। দোয়া করেন, দেশটা যাতে এই করোনা ভাইরাস মহামারি থেকে মুক্তি পায়। সারা বিশ্বই যাতে মুক্তি পায়। মানুষের সত্যিই খুব কষ্ট হচ্ছে এই করোনা ভাইরাসের কারণে।’

বাংলাদেশের ব্যাংকগুলো যেন ভালোভাবে পরিচালিত হয়, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে অনুষ্ঠানে উপস্থিত বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকস (বিএবি) প্রতিনিধিদের নির্দেশনা দেন প্রধানমন্ত্রী। ব্যাংকের মালিকদের বিভিন্ন দাবি সরকার ‘অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে’ বিবেচনা করে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কিছু কিছু ব্যাংক আছে অতি দুর্বল হয়ে যায়। সে ক্ষেত্রে অনেক সময় মার্জ করাতে হয়।

অবিবেচনা করে কিছু করা হবে না এইটুকু ভরসা রাখবেন।

যে কোনো দুর্যোগ-দুর্বিপাকে বিএবির সদস্যরা এগিয়ে আসায় তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, ‘প্রাইভেটে ব্যাংকটা দেওয়ার সিদ্ধান্ত আমরাই নিয়েছিলাম। আমরা দিয়েছি সব থেকে বেশি। গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত মানুষ যাতে ব্যাংকিংয়ে অভ্যস্ত হয়, তার ব্যবস্থাও আমরা নিয়েছি। এমনকি কৃষকদের ১০ টাকায় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার ব্যবস্থাও করে দিয়েছি।’ তিনি বলেন, ‘আমি মনে করি, সব থেকে বড় কথা আমরা যত বড় প্রাইভেট ব্যাংক দিয়েছি, ব্যাপক হারে কর্মস্থান হয়েছে, অনেক মানুষের চাকরি হয়েছে। আর আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যও সম্প্রসারিত হয়েছে। সেখানে ব্যাংকগুলো যাতে ভালোভাবে চলে আমরা সেটাও চাই।’

কোভিড-১৯-এর অভিঘাত থেকে দেশের অর্থনীতিকে মুক্ত রাখতে প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণাসহ সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আমরা দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতিকে সচল রাখতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। আমরা প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছি এবং যেখানে যা প্রয়োজন তা-ই দিয়েছি। কারণ জনগণের সেবা করাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য।’

বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকস (বিএবি)-এর নেতৃত্বে ৩৪টি বাণিজ্যিক ব্যাংক অনুষ্ঠানে ১৬৪ কোটি টাকা, বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট ১০ লাখ টাকা, মিনিস্টার গ্রুপ ২৫ লাখ টাকা, খাদ্য মন্ত্রণালয় ৬০ লাখ টাকা, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় ১০ লাখ টাকা, বাংলাদেশ বিচার বিভাগীয় কর্মচারী অ্যাসোসিয়েশন ৪০ লাখ টাকা প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে অনুদান দিয়েছে বলে সরকারপ্রধানের দপ্তর থেকে জানানো হয়।

অনুদান দেওয়া ব্যাংকগুলোর মধ্যে রয়েছে—এবি ব্যাংক লিমিটেড, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড, ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড, সিটি ব্যাংক লিমিটেড, ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড, ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড, এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, ইসলামী ব্যাংক (বিডি) লিমিটেড, যমুনা ব্যাংক লিমিটেড, মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড, মিডল্যান্ড ব্যাংক লিমিটেড, মধুমতি ব্যাংক লিমিটেড, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড, ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড, এনসিসি ব্যাংক লিমিটেড, এনআরবি ব্যাংক লিমিটেড, এনআরবি বাণিজ্যিক ব্যাংক লিমিটেড, এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংক লিমিটেড, ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড, পদ্মা ব্যাংক

লিমিটেড, প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড, পূবালী ব্যাংক লিমিটেড, এসবিএসি ব্যাংক লিমিটেড, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড, স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড, ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড, ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড ও উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড।

আরো ছয়টি সংস্থা যেমন—খাদ্য মন্ত্রণালয়, ফোসা (ফরেন অফিসার্স স্পাউস অ্যাসোসিয়েশন), রাজশাহী মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্টস বাংলাদেশ (আইএবি), বাংলাদেশ জুডিশিয়াল এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন প্রধানমন্ত্রীর কল্যাণ তহবিলে অনুদান দিয়েছে। অনুষ্ঠানে বিএবির চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম মজুমদারসহ অন্যান্য ব্যাংকের মালিক ও কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সূত্র-ইত্তেফাক

ভারতের সঙ্গে কষ্টে গড়া সম্পর্ক নষ্ট করছে পেঁয়াজ: সংসদীয় কমিটি

বন্ধুরাষ্ট্র হিসেবে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে প্রচেষ্টার কথা তুলে ধরে পেঁয়াজ রফতানি বন্ধে দেশটির আকস্মিক পদক্ষেপের সমালোচনা করেছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি।

চলতি মাসের শেষ নাগাদ দু’দেশের মন্ত্রী পর্যায়ের যৌথ পরামর্শক কমিশনের (জেসিসি) সভায় পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ ও সীমান্তে বাংলাদেশি হত্যার জোরালো প্রতিবাদ জানাতে মন্ত্রণালয়কে সুপারিশ করা হয়েছে।

রোববার সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত কমিটির বৈঠকে এ বিষয়ে আলোচনা হয়। এদিন ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক নিয়ে রুদ্ধদ্বার বৈঠকের কথা থাকলেও তা হয়নি। জেসিসির বৈঠক শেষে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হবে বলে কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

সভা শেষে কমিটির সভাপতি মুহাম্মদ ফারুক খান সাংবাদিকদের বলেন, ‘আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর জেসিসির মিটিং। ভারত আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র। কিন্তু কিছু কর্মকাণ্ডের জন্য সম্পর্ক নষ্ট হচ্ছে। এত কষ্ট করে সম্পর্ক উন্নয়ন করি আর ছোট্ট পেঁয়াজের জন্য সম্পর্ক নষ্ট হয়। এর কারণে জনমনে বিরূপ প্রভাব পড়ে। হঠাৎ বন্ধ করে দিয়ে পরে দুঃখপ্রকাশ- এসব কোন ধরণের আচরণ?’

এদিকে জেসিসির বৈঠকে সীমান্ত হত্যা বন্ধে বাংলাদেশকে জোরালো পদক্ষেপ নিতে পরামর্শ দিয়েছে সংসদীয় কমিটি।

বৈঠক শেষে ফারুক খান দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সম্মেলনের কথা তুলে ধরে বলেন, ‘গত দুই দিন ভালো মিটিং হয়েছে। এরকম ভালো মিটিং দশটা দেখেছি। দশটা মিটিংয়ে বলা হয়েছে সীমান্তে হত্যা বন্ধ হবে, কিন্তু হয়নি। জোর দিয়ে এগুলো বলতে হবে। আমরা এগুলো বন্ধ চাই। জোরে শোরে এটা বলতে হবে।’

কোটিপতি গাড়িচালক মালেকের বিরুদ্ধে মামলা, ১৪ দিনের রিমান্ড আবেদন

স্বাস্থ্য অধিদফতরের কোটিপতি গাড়িচালক আবদুল মালেকের বিরুদ্ধে দুটি মামলা হয়েছে।

রোববার দিনগত রাত ১২টার পর র্যাব বাদী হয়ে তুরাগ থানায় এ মামলা করে।

তুরাগ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. শফিউল্লাহ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি যুগান্তরকে বলেন, গাড়িচালক মালেকের বিরুদ্ধে অস্ত্র ও বিশেষ ক্ষমতা আইনে দুটি মামলা করেছে র্যাব। মামলার পর সোমবার সকালে তাকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

এদিকে ঢাকা মহানগর মুখ্য হাকিম আদালতে হাজির করে মালেককে জিজ্ঞাসাবদের জন্য ১৪ দিনের রিমান্ড আবেদন করেছে পুলিশ।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা এসআই রুবেল শেখ যুগান্তরকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, মালেককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ঢাকা মহানগর হাকিম দেবদাস চন্দ্র অধিকারীর আদালতে দুই মামলায় সাতদিন করে মোট ১৪ দিনের রিমান্ড আবেদন করা হয়েছে।

গতকাল রোববার ভোরে র্যাব-১ এর একটি দল তুরাগ থানাধীন কামারপাড়ার বামনেরটেক এলাকার বাসা থেকে আবদুল মালেককে গ্রেফতার করে। তার কাছ থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগজিন, পাঁচ রাউন্ড গুলি, দেড় লাখ বাংলাদেশি জালনোট, একটি ল্যাপটপ ও মোবাইল জব্দ করা হয়।

র্যাব জানিয়েছে, অবৈধ অস্ত্র, জালনোটের ব্যবসা ও চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলেন মালেক। সুনির্দিষ্ট অভিযোগে ভিত্তিতেই তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী ড্রাইভার মালেকের ঢাকার বিভিন্ন স্থানে একাধিক বিলাসবহুল বাড়ি, গাড়ি ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে বলে জানতে পেরেছে র্যাব। জাল টাকার ব্যবসা ছাড়াও তিনি এলাকায় চাঁদাবাজিতে জড়িত।

শুধু তাই নয়, গ্রেফতারের পর বিভিন্ন ব্যাংকে নামে-বেনামে বিপুল পরিমাণ অর্থ গচ্ছিত রয়েছে বলে জানিয়েছে র্যাব।

এদিকে স্বাস্থ্য অধিদফতর সূত্রে জানা গেছে, গাড়ি চালক আব্দুল মালেক দীর্ঘদিন ধরে অধিদফতরের বিভিন্ন বিষয় নিয়ন্ত্রণ করে আসছেন। বিশেষ করে অধিদফতরের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির নিয়োগ-বদলি বাণিজ্য তার প্রধান কাজ। কোনো কর্মকর্তা যদি আবদুল মালেকের সুপারিশ না শোনেন তাহলে তাকে ঢাকার বাইরে বদলি করাসহ শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করার ঘটনা ঘটিয়েছেন একাধিকবার।

কর্মকর্তারা লোকলজ্জার ভয়ে এসব বিষয় কখনও প্রকাশ করেননি। নিজে অধিদফতরের একজন গাড়ির চালক হয়েও আ. মালেক একটি পাজেরো জিপ ব্যবহার করেন। এছাড়া স্বাস্থ্য অধিদফতরের ক্যান্টিন প্রিয় তিনি পরিচালনা করেন। তার রয়েছে তেল চুরির সিন্ডিকেট, স্বাস্থ্য

অধিদফতরের যত গাড়ির চালক তেল চুরি করে, তার একটি অংশ তাকে দিতে হয়। এই সিন্ডিকেটের মাধ্যমে তিনি পুরো অধিদফতর নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন।

যুক্তরাষ্ট্র হুমকি দিলে কড়া জবাব দেওয়া হবে: রুহানি

যুক্তরাজ্য ও ইরানের মধ্যে উত্তেজনা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। তেহরানের ওপর জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞা পুনরায় আরোপের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র পরাজিত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন ইরানের প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানি। তিনি বলেন, এরপরও যুক্তরাষ্ট্র কোনো হুমকি দিলে তার কড়া জবাব দেওয়া হবে। রবিবার টেলিভিশনে দেওয়া এক ভাষণে তিনি এ কথা বলেছেন।

গত মাসে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও বলেছিলেন, ইরানের ওপর জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞা ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে পুনরায় আরোপের জন্য তিনি নিরাপত্তা পরিষদে ৩০ দিনের একটি প্রক্রিয়া চালু করবেন। এর ফলে আগামী ১৮ অক্টোবর তেহরানের ওপর অস্ত্র নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও তা আর শেষ হতে পারবে না।

অবশ্য জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ১৫ সদস্যের মধ্যে ১৩টিই জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের এই পদক্ষেপ বাতিলযোগ্য। কারণ ২০১৫ সালে তেহরানের সঙ্গে ছয় জাতিগোষ্ঠীর যে পরমাণু চুক্তি হয়েছিল ট্রাম্প প্রশাসন ওয়াশিংটনকে সেই চুক্তি থেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছে। চুক্তির পক্ষ না থাকায় চুক্তি সংক্রান্ত কোনো বিষয়েই যুক্তরাষ্ট্রের কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার এখতিয়ার নেই। যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য এই দাবি মানতে নারাজ।

প্রেসিডেন্ট রুহানি তার ভাষণে বলেছেন, ‘নিষেধাজ্ঞার পদক্ষেপের বেলায় আমেরিকা নিশ্চিত পরাজয়ের কাছাকাছি চলে গেছে তারা পরাজয়ের মুখোমুখি এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে নেতিবাচক জবাব পেয়েছে।’

উত্তেজনার মাঝেই লাদাখে রাফাল উড়াল ভারত, কড়া নজর চীনের ওপর

সীমান্ত নিয়ে বেশ কিছু দিন ধরেই উত্তেজনা চলছে ভারত ও চীনের মধ্যে। দীর্ঘ প্রায় পাঁচ মাস ধরে অব্যাহত রয়েছে উত্তপ্ত পরিস্থিতি। বেশ কয়েকবার কমান্ডার লেভেলের বৈঠকের পরও অবস্থার তেমন কোনও উন্নতি হয়নি।

মাঝে রাশিয়ায় দুই দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী বৈঠকে বসে উত্তেজনা প্রশমনে পাঁচ দফা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে একমত হলেও তা আর আলোর মুখে দেখেনি।

এরপরও চীন প্রায়ই ভারতকে হুমকি দিতে সচেষ্ট হয়ে উঠেছে। এর মধ্যেই ভারতীয় বিমান বাহিনীর রাফালও উড়াল দিল লাদাখের আকাশে।

জানা গেছে, রবিবার সন্ধ্যার পড়ে আম্বালা এয়ারবেস থেকে লাদাখের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় রাফাল যুদ্ধবিমান। লাদাখে পরিস্থিতির ওপর নজর রাখতেই রাফালকে কাজে লাগানো হয়েছিল বলে মনে করা হচ্ছে।

এমনকি সোমবার সকালেও লাদাখ ও ল’র আকাশে উড়তে দেখা যায় রাফাল যুদ্ধবিমানকে। এর ফলে স্পষ্ট, সীমান্তে একদিকে যেমন মোতায়েন সেনারা সজাগ রয়েছে, তেমনই বায়ুসেনাও নজর রাখছে চীনের ওপর।

এর আগে মিগ-২১, তেজস-সহ একাধিক যুদ্ধবিমান দিয়ে আকাশ থেকে লাদাখের পরিস্থিতির দিকে নজরদারি চালিয়েছে ভারত। তবে এবার ময়দানে রাফায়েল জেটও। অর্থাৎ ভারতীয় বিমানবাহিনীর আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদানের দশ দিনের মধ্যেই এই যুদ্ধ বিমানকে অ্যাক্টিভভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে। ১০ সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় বায়ুসেনায় যোগ দিয়েছিল রাফাল ফাইটার জেট।

তবে এই সমস্ত যুদ্ধবিমান ছাড়াও অ্যাপাচি হেলিকপ্টার এবং চিনুক হেলিকপ্টারগুলোও সেনাবাহিনীকে নানা দরকারি জিনিস পৌঁছে দিতে এই

মুহূর্তে সহায়তা করছে এবং সীমান্তে কড়া নজর রাখছে ভারতীয় বাহিনী। চীনের যেকোনও ভুল পদক্ষেপের উত্তর যে ভারত দেবে, সে কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। সূত্র: কলকাতা২৪

সাহেদের অস্ত্র মামলার রায় ২৮ সেপ্টেম্বর

রিজেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান সাহেদ করিমের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে করা মামলার রায় আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর দেওয়া হবে। আজ রবিবার রাষ্ট্র ও আসামিপক্ষের যুক্তি উপস্থাপন শেষে ঢাকা মহানগর দায়রা জজ কে এম ইমরুল কায়েশ রায় ঘোষণার জন্য এ দিন ধার্য করেন।

জানা যায়, এই মামলায় ১৪ জন সাক্ষীর মধ্যে ১১ জনের সাক্ষ্য নেয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, করোনাভাইরাসের টেস্ট নিয়ে প্রতারণাসহ বিভিন্ন অভিযোগে গত ১৫ জুলাই সাতক্ষীরার সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে সাহেদকে গ্রেফতার করে র্যাব। পরে করোনা পরীক্ষার নামে ভুয়া রিপোর্টসহ বিভিন্ন প্রতারণার অভিযোগে দায়ের করা মামলায় সাহেদের ১০ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত।

রিমান্ডে থাকাকালীন তাকে নিয়ে উত্তরায় তার বাসায় অভিযানে যায় ডিবি পুলিশ। সেখান থেকে অস্ত্র উদ্ধার করা হয়। অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় ডিবি পুলিশের পরিদর্শক এস এম গাফফারুল আলম তার বিরুদ্ধে উত্তরা পশ্চিম থানায় মামলা করেন।

৩০ জুলাই ঢাকা মহানগর হাকিম মোর্শেদ আল মামুন ভূঁইয়ার আদালতে আসামি সাহেদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ডিবি পুলিশের পরিদর্শক মো. শায়রুল। ২৭ আগস্ট ঢাকা মহানগর দায়রা জজ কে এম ইমরুল কায়েশ তার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেন।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

বিএনপির তর্জন গর্জনই শোনা যায়, বর্ষণ দেখা যায় না: ওবায়দুল কাদের

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, বিএনপির আন্দোলনের হাঁক ডাক আর তর্জন গর্জনই শুধু শোনা যায় কিন্তু বর্ষণ দেখা যায় না, যাবেও না। তিনি আজ সকালে বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি- বিআরটিএ আয়োজিত বিশেষ সেবা সপ্তাহের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে একথা বলেন। ওবায়দুল কাদের তার সরকারি বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে যুক্ত হন।

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমে সরকার হটানোর ঘোষণা প্রসঙ্গে ওবায়দুল কাদের বলেন, বিএনপি নেতারা কর্মসূচি আর আন্দোলনের ঘোষণা দিয়ে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে থাকে। তাদের হাঁক ডাক অনেক শুনেছে জনগণ।

তিনি বলেন, তারা আন্দোলন করে দলীয় অফিসের সামনে নিজ দলের নেতাকর্মীদের মাথা ফাটিয়ে। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, সরকারের বিরুদ্ধে বিএনপি প্রতি বছর ঈদের পরে আন্দোলন শুরুর ঘোষণা দেয় কিন্তু জনগণ কত ঈদ যে পার করলো, আন্দোলন আর দেখে না,রাজপথ শূন্যই থাকে।

তিনি বলেন বিএনপির আন্দোলনের দ্বার রুদ্ধ করে তারা প্রেস ব্রিফিং এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বিএনপির আন্দোলন পারস্পরিক অবিশ্বাস, কলহ, মিথ্যাচার আর নেতিবাচক রাজনীতির চক্রে আবদ্ধ, তাদের আন্দোলনের ডাক এখন মিথ্যাবাদী রাখালের গল্পের মতো বলেও মন্তব্য করেন ওবায়দুল কাদের।

আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সরকারকে সরাতে না পারলে স্বাধীনতা রক্ষা করা যাবে না, বিএনপি মহাসচিবের এমন কথা শুনলে জনগণ এখন হাসে, তারা কাদের নিয়ে আন্দোলন করবে? এদেশের স্বাধীনতা এসেছে আওয়ামী লীগের হাত ধরে, দেশের প্রতিটি অর্জনের সাথে মিশে আছে আওয়ামী লীগ।

সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন, সরকার সেবা সহজিকরণে এবং গ্রাহকদের সুবিধার্থে দেশের যে কোন সার্কেল অফিস হতে যানবাহনের ফিটনেস সনদ গ্রহনের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। তিনি বলেন, বিআরটিএকে সত্যিকার অর্থে সেবামূখি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব মো. নজরুল ইসলাম, বিআরটিএর চেয়ারম্যান নূর মোহাম্মদ মজুমদারসহ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

ড. মোর্শেদ হাসানকে পুনর্বহালের দাবিতে ছাত্রদলের প্রতিবাদ সমাবেশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মোর্শেদ হাসান খানকে চাকরি থেকে অব্যাহতির সিদ্ধান্ত বাতিল ও পুনর্বহালের দাবিতে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার সকাল ১০.০০টায় রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের উদ্যোগে এই প্রতিবাদ সমাবেশ হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের আহবায়ক মো. রাকিবুল ইসলাম রাকিবের সভাপতিত্বে এবং সদস্য সচিব মো. আমানউল্লাহ আমানের সঞ্চালনায় সমাবেশে অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সংসদের সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন শ্যামল, সহ-সভাপতি জাকিরুল ইসলাম জাকির, আশরাফুল আলম ফকির লিংকন, হাফিজুর রহমান হাফিজ, মাজেদুল ইসলাম রুমন, কে এম মুসাব্বির সাফি, যুগ্ম-সম্পাদক মো. শাহনেওয়াজ, তানজিল হাসান, তবিবুর রহমান সাগর প্রমুখ।

প্রতিবাদ সমাবেশ থেকে বক্তারা অবিলম্বে ড. মোর্শেদ হাসান খানকে অব্যাহতির সিদ্ধান্ত বাতিল এবং তাকে চাকরিতে পুনর্বহালের দাবি

জানান।

প্রতিবাদ সমাবেশে ছাত্রদলের দুই শতাধিক নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

খালেদা জিয়ার ৪ মামলার স্থগিতাদেশ আপিলেও বহাল

দুর্নীতির দুই মামলায় দণ্ডিত বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে থাকা নাশকতার তিন ও মানহানির এক মামলার কার্যক্রমের ওপর হাইকোর্টের দেয়া স্থগিতাদেশ বহাল রেখেছেন আপিল বিভাগ। একইসঙ্গে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে হাইকোর্টের রুল শুনানি করতে বলা হয়েছে।

মামলাগুলো সচল চেয়ে রাষ্ট্রপক্ষের আবেদনের শুনানি শেষে রোববার বিচারপতি ইমান আলীর নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আপিল বিভাগ এ আদেশ দেন।

আদালতে রাষ্ট্রপক্ষে শুনানিতে ছিলেন অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল মমতাজ উদ্দিন ফকির। আর খালেদা জিয়ার পক্ষে শুনানিতে ছিলেন ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন।

খালেদা জিয়ার আইনজীবী ব্যারিস্টার এহসানুর রহমান গণমাধ্যমকে এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

এর আগে ২০১৪ সালের নির্বাচনের আগে ও পরে গাড়ি ভাঙচুরসহ অগ্নিসংযোগের অভিযোগে খালেদা জিয়াকে হুকুমের আসামি করে নাশকতার মামলাগুলো দায়ের করা হয়। রাজধানীর দারুস সালাম থানায় নাশকতার অভিযোগে তিনটি এবং মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের সংখ্যা নিয়ে বিরূপ মন্তব্যের অভিযোগ পৃথক আরেকটি মামলা হয়। এসব মামলা স্থগিত চেয়ে খালেদা জিয়ার পক্ষে হাইকোর্টে আবেদন জানানো হলে তা মঞ্জুর করা হয়। একইসঙ্গে মামলার স্থগিতের বিষয়ে রুল জারি করেন হাইকোর্ট। পরে হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে আবেদন জানায়

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা।

প্রসঙ্গত, এই চার মামলাসহ খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে থাকা মামলাগুলোর মধ্যে মোট ১১ মামলার কার্যক্রমের ওপর স্থগিতাদেশ বহাল রাখলেন আপিল বিভাগ।

দেশ ছাড়লেন ড. বিজন কুমার শীল

খ্যাতিমান বিজ্ঞানী ও গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের করোনা কিট উদ্ভাবন দলের প্রধান বিজ্ঞানী ড. বিজন কুমার শীল সিঙ্গাপুরে ফিরে গেছেন।

রোববার ভোরে সিঙ্গাপুরের একটি ফ্লাইটে বিজন কুমার শীল ঢাকা ছাড়েন বলে জানিয়েছেন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রেস উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম মিন্টু। বাংলাদেশে জন্ম নেয়া এই বিজ্ঞানী সিঙ্গাপুরের নাগরিকত্ব নিয়েছেন।

জানা গেছে, ভিসাসংক্রান্ত জটিলতার কারণে ড. বিজন কুমার শীল সিঙ্গাপুর ফিরে গেছেন।

সিঙ্গাপুরের নাগরিকত্ব পাওয়া বিজন কুমার শীল ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে বাংলাদেশে এসেছিলেন। তিনি গণবিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের প্রধান হিসেবে পাঠদান করাচ্ছিলেন। এর মধ্যে বিশ্বব্যাপী করোনা সংক্রমণ শুরু হলে আগের অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি অ্যান্টিজেন্ট ও অ্যান্টিবডি কিটের উদ্ভাবন করেন। দীর্ঘসূত্রতার পরও এটি এখনও সরকারের অনুমোদন পায়নি।
গত জুলাইয়ে বিজন কুমার শীলের ওয়ার্ক ভিসার মেয়াদ শেষ হয়। তার পর ওয়ার্ক ভিসার জন্য আবেদন করেও কোনো সাড়া পাননি। ফলে অনেকটা আশাহত হয়েই দেশ ছাড়লেন খ্যাতনামা এই বিজ্ঞানী।

প্রসঙ্গত, এর আগে ১৯৯৯ সালে ছাগলের মড়ক ঠেকানো ভ্যাকসিন, ২০০২ সালে ডেঙ্গু ও ২০০৩ সালে সার্চ ভাইরাসের র্যারপিড টেস্টের কিট উদ্ভাবন করে আলোচনায় আসেন বিজন কুমার শীল। করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের শুরুতে গণস্বাস্থ্য র্যা পিড কিট আবিষ্কারের ঘোষণা দেয়। এই কিট উদ্ভাবনে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন এই বিজ্ঞানী।